বিজিএমইএ নির্বাচন
২০২৪-২৬

স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট শিল্পায়ন

স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট শিল্পায়ন

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত আগামী

বিজিএমইএ পরিচালনায় সম্মিলিত পরিষদের গৌরবময় নেতৃত্ব

মরহুম মোশারফ হোসেন
সাবেক সংসদ সদস্য
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ১৩, ১৯৯১ - জুলাই ১৮, ১৯৯৩

রেদোয়ান আহমেদ
সাবেক প্রতিমন্ত্রী
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ১৯, ১৯৯৩ - নভেম্বর ০৫, ১৯৯৬

মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ০২, ১৯৯৭ - মার্চ ১১, ১৯৯৯

ইঞ্জিনিয়ার কুতুবউদ্দিন আহমেদ
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ১২, ২০০১ - মার্চ ১১, ২০০৩

কাজী মনিরুজ্জামান
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ১১, ২০০৩ - মার্চ ১১, ২০০৪

টিপু মুন্সি
সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
নভেম্বর ১৬, ২০০৫ - জুলাই ১৫, ২০০৬

এস এম ফজলুল হক
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
জুলাই ১৬, ২০০৬ - মার্চ ১২, ২০০৭

আব্দুস সালাম মুর্শেদী, এমপি
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ১২, ২০০৯ - মার্চ ১২, ২০১১

মাহাম্মদ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন)
সাবেক সংসদ সদস্য
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ২৭, ২০১১ - মার্চ ২৭, ২০১৩

আতিকুল ইসলাম
মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
মার্চ ২৭, ২০১৩ - সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৫

সিদ্দিকুর রহমান
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫ - এপ্রিল ২০, ২০১৯

ফারুক হাসান
সভাপতি, বিজিএমইএ
এপ্রিল ১৩, ২০২১ - বর্তমান

স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট শিল্পায়ন

BGMEA

সূচিপত্র

স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট শিল্পায়ন	পৃষ্ঠা ১
প্যানেল লিডার	পৃষ্ঠা ২
প্যানেল লিডারের নোট	পৃষ্ঠা ৩
প্যানেল লিডারের ব্যালট নং	পৃষ্ঠা ৪
সম্মিলিতি পরিষদের প্যানেল মেম্বারগণের পরিচিতি	পৃষ্ঠা ৫-১০
সম্মিলিতি পরিষদের প্যানেল মেম্বারগণ	পৃষ্ঠা ১১
বিজিএমইএ'র স্মার্ট শিল্পের টেকসই উন্নয়নে ইশতেহার	পৃষ্ঠা ১২-২৮

“অর্জনে আপোষহীন,
সংকটে সহযোদ্ধা”

স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট শিল্পায়ন

BGMEA

সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্পকে এগিয়ে নিতে স্মার্ট শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিএমইএকে শিল্পায়নের পরবর্তী ধাপ ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ তে উন্নীত করতে একটি ব্যাপক কর্মযজ্ঞ ও পরিবর্তন এর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। স্মার্ট শিল্পায়ন শুধুমাত্র ডিজিটাল সেবা প্রদান এর মধ্যে সীমিত নয়, এর পরিসর ব্যাপক। এটি বিগ ডেটা, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, আইওটি, বক চেইন এর মত সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সহ একটি সামগ্রিক অবকাঠামো, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যবসা পদ্ধতির স্মার্ট উদ্ভাবন পর্যন্ত ব্যাপীত একটি প্রক্রিয়া। ২০২৪ সালে আজকে আমরা যখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হচ্ছি আমাদের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী একটি টেকসই ও স্মার্ট পরিকল্পনা।

সম্মিলিত পরিষদ দীর্ঘদিন পোশাক শিল্পের উন্নয়নে বিজিএমইএকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে সকল সংকটে ও অর্জনে। পোশাক শিল্পের নতুন যুগের এই সুচনালগ্নে নবীনদের মেধাবী ও উদ্ভাবনী চাঞ্চল্য আর প্রবীণদের প্রজ্ঞার সম্মিলনে সম্মিলিত পরিষদ থেকে পোশাক শিল্পের পরবর্তী যাত্রার ইশতেহার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

“অর্জনে আপোষহীন,
সংকটে সহযোদ্ধা”

প্যানেল লিডার

- জনাব এস এম মান্নান (কচি) তৈরি পোশাক শিল্পের একজন বলিষ্ঠ উদ্যোক্তা ও পরীক্ষিত নেতা।
- শিল্পের সকল সংকটে পোষাক মালিকদের ভরসার আশ্রয়স্থল প্রিয় কচি ভাই। যিনি সবসময়ই শিল্পের স্বার্থে ছিলেন আপোষহীন।
- সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে তাঁর রয়েছে শক্ত ও সম্মানজনক অবস্থান।
- বর্তমানে শিল্প এক কঠিন সময় পার করছে। তাই সম্মিলিত পরিষদ এই চ্যালেঞ্জিং সময়ের তাঁকে কাণ্ডারী হিসেবে বেছে নিয়েছে।
- আমরা বিশ্বাস করি তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে পোশাক শিল্প পৌছে যাবে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে।

প্যানেল লিডারের নোট

প্রিয় সহকর্মী,

আসসালামু আলাইকুম, শুভেচ্ছা নিবেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনকারি আমাদের এই প্রিয় দেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের এক বিস্ময়। স্বাধীনতা পরবর্তী আশির দশকে যাত্রা করা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানীকারক দেশ, বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সবুজ কারখানার দেশ, বিশ্বের নিরাপদতম কর্ম-পরিবেশের দেশ। সর্বপোরি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত একটি দেশকে আজ মধ্যম আয়ের দেশের সোপানে উন্নীত করার মূল-কারিগর আপনারাই। তাই আপনাদেরকে অভিনন্দন।

আমাদের এই পোশাক শিল্প এগিয়েছে অনেক দূর, তবে গৌরবের পথ ধরে যেতে হবে বহুদূর। আপনারা জানেন সকল সংকটে, অর্জনে আমাদের প্রানের সংঠন বিজিএমইএ কে সম্মিলিত পরিষদ ক্রমাগত নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে । আজ বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ এবং বিশ্ব পরিমন্ডলে আপনাদেরকে সম্মানিত স্থানে নিয়ে গিয়েছে। নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে পোশাক শিল্প এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যে আর এই পথ-পরিক্রমায় বিজিএমইএকে যোগ্য নেতার হাতে তুলে দিতে আপনারা কখনো ভুল করেননি, আর তাই আমারা দেখতে পাই জাতীয় নেতৃত্বে বিজিএমইএ'র পদচারণা।

আজ আমরা পৃথিবীব্যাপী একটি সংকটময় পরিস্থিতি অতিক্রম করছি। একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, অন্যদিকে দেশীয় ক্রম-বর্ধমান অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ। এই যুগ সন্ধিক্ষণে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে। পোশাক শিল্পের এই গুরুত্বপূর্ন সময়ে আপনাদের সেবা দেয়ার মানসে সম্মিলিত পরিষদ থেকে মেধাবী ব্যাবসায়ী ও দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী প্যানেল মনোনীত করা হয়েছে। আমি গর্বিত যে আমাকে এই প্যানেল এর লিডার হিসেবে সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমাদের সামনে টিকে থাকার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে দাঁড়িয়ে, পোশাক উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে আমি এবং আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আসছে ৯ মার্চ ২০২৪এ বিজিএমইএ'র নির্বাচনে আমাদের পূর্ন-প্যানেল (ব্যালট নং ৩৬-৭০) আপনার সুচিন্তিত রায়ের অপেক্ষায়। পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্য ধরে রাখতে, একটি স্মার্ট পোশাক শিল্প, শক্তিশালী ও অংশীদার মূলক বিজিএমইএ গড়ে তুলতে সম্মিলিত পরিষদের নির্বাচনী ইশতেহার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

এস এম মান্নান (কচি)
প্যানেল লিডার, সম্মিলিত পরিষদ

ব্যালট নং #৩৬
জনাব এস এম মান্নান (কচি)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেহা ডিজাইন (বিডি) লিমিটেড
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শার্টস এন্ড জ্যাকেট জোনস লিমিটেড
সিনিয়র সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ
বিজিএমইএ তে ২০২১-২০২৩ মেয়াদে সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
২০১৩-২০২১ পর্যন্ত ৪ মেয়াদে সহ-সভাপতি হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৩৭

জনাব আবদুল্লাহ হিল রাকিব

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফোর এ ইয়ার্ন ডাইয়িং লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৩-১৫, ২০১৬ -১৮, ২০১৯-২১ এবং ২০২১-২৩ মেয়াদে সফলতার সাথে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৩৮

জনাব এম শহিদউল্লাহ আজিম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্লাসিক ফ্যাশন কনসেপ্ট লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৩ -১৫ ও ২০২১-২৩ মেয়াদে সফলতার সাথে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৩৯

জনাব মো: মহিউদ্দিন রুবেল

অতিরিক্ত ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, ডেনিম এক্সপার্ট লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৯-২১ এবং ২০২১-২৩ মেয়াদে সফলতার সাথে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৪০

জনাব খন্দকার রফিকুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিজাইনটেক্স নিটওয়্যার লি.
বিজিএমইএ তে ২০১১-১৩, ২০১৩-১৫, ২০১৬ -১৮, ২০১৯-২১ এবং ২০২১-২৩ মেয়াদে টানা ৫ বার সফলতার সাথে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
২০২১-২৩ মেয়াদে সহ-সভাপতি (অর্থ) পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৪১

ব্যারিস্টার শেহরিন সালাম ঐশী

পরিচালক, এনভয় ডিজাইন লি.
বিজিএমইএ তে ২০২১-২৩ মেয়াদে সফলতার সাথে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৪২

জনাব মো: শাহাদাত হোসেন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফটিশ গার্মেন্টস লি.
দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইএ'র সাথে সম্পৃক্ত থেকে সেক্টরের জন্য কাজ করেছেন।

ব্যালট নং # ৪৩

জনাব মো: রেজাউল আলম (মিরু)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গালশেক্স লি.
দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইএ'র সাথে সম্পৃক্ত থেকে সেক্টরের জন্য কাজ করেছেন।

ব্যালট নং # ৪৪

জনাব মো: জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কাইজার নিটওয়্যারস লি.
ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (BUFT)

ব্যালট নং #৪৫

জনাব মো: ইমরানুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লায়লা স্টাইলস লি.
বিজিএমইএ তে ২০২১-২৩ মেয়াদে সফলতার সাথে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৪৬

জনাব আশিকুর রহমান (তুহিন)

পরিচালক, মেসিস গার্মেন্টস লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৫-১৯ সফলতার সাথে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং #৪৭

জনাব মিরান আলী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিসামি গার্মেন্টস লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৫-২৩ মেয়াদে সফলতার সাথে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিজিএমইএ তে ২০২১-২৩ মেয়াদে সহ-সভাপতি পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৪৮

নুসরাত বারী আশা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মমসন সার্ভিসেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইএ'র সাথে সম্পৃক্ত থেকে সেক্টরের জন্য কাজ করেছেন।

ব্যালট নং # ৪৯

জনাব মো: নুরুল ইসলাম

পরিচালক, নিউটেক্স ডিজাইন লি.
বিজিএমইএ তে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫০

জনাব মো: নাসির উদ্দিন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাদমা ফ্যাশন ওয়্যার লি:
বিজিএমইএ তে ২০২১-২৩ মেয়াদে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫১

জনাব আবরার হোসেন সায়েম

পরিচালক, সায়েম ফ্যাশনস লি.
দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইএ'র সাথে সম্পৃক্ত থেকে সেক্টরের জন্য কাজ করেছেন।

ব্যালট নং # ৫২

জনাব শামস মাহমুদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শাশা গার্মেন্টস লি.
বিজিএমইএ তে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫৩

জনাব মোহাম্মদ সোহেল সাদাত

চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শিন শিন গ্রুপ
বিজিএমইএ তে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫৪

জনাব শোভন ইসলাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্পারো অ্যাপারেলস লি.
বিজিএমইএ তে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫৫

জনাব আনোয়ার হোসেন মানিক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেক্সটাউন লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৫-২০১৯ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫৬

জনাব সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাগর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টি.এম.এস. ফ্যাশনস লি.
বিজিএমইএ তে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫৭

জনাব হারুন আর রশিদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টি আর জেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি লি.
বিজিএমইএ তে ২০০৫-০৭ মেয়াদে সহ-সভাপতি এবং ২০১০-১২ ও ২০২১-২৩ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫৮

জনাব আরশাদ জামাল (দীপু)

চেয়ারম্যান, তুষুকা ফ্যাশনস লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৯-২০২১ মেয়াদে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
২০২১-২৩ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৫৯

জনাব আসিফ আশরাফ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উর্মি গার্মেন্টস লি.
বিজিএমইএ তে ২০২১-২৩ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬০

জনাব মেজবাহ উদ্দিন খান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উইন্ডি অ্যাপারেলস লি.
দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইএ'র সাথে সম্পৃক্ত থেকে সেক্টরের জন্য কাজ করেছেন।

ব্যালট নং # ৬১

জনাব রাজিব চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইয়াং ফরএভার লি.
বিজিএমইএ তে ২০২১-২০২৩ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬২

জনাব এম. আহসানুল হক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অ্যামেকো ফেব্রিক্স লি.
বিজিএমইএ তে ২০২১-২০২৩ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬৩

জনাব মোহাম্মদ রাকিব আল নাসের

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আর্জেনটা গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
বিজিএমইএ তে স্কুল কমিটি চেয়ারম্যান এবং হাসপাতাল কমিটি কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬৪

জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হাই ফ্যাশন লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৫-১৬ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬৫

জনাব রাকিবুল আলম চৌধুরী

ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, এইচকেসি অ্যাপারেলস লি.
বিজিএমইএ তে ২০২১-২০২৩ মেয়াদে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬৬

জনাব মোহাম্মদ মুসা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মদিনা গার্মেন্টস লি.
দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইএ'র সাথে সম্পৃক্ত থেকে সেক্টরের জন্য কাজ করেছেন।

ব্যালট নং # ৬৭

জনাব মোস্তফা সরোয়ার রিয়াদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরডিএম অ্যাপারেলস লি.
বিজিএমইএ তে ২০১৯-২০২৩ মেয়াদে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান ও কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬৮

জনাব গাজী মো: শহীদুল্লাহ

পরিচালক, সনেট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
বিজিএমইএ তে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৬৯

জনাব মো: আবচার হোসেন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টপ স্টার ফ্যাশনস লি.
বিজিএমইএ তে স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান এবং কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালট নং # ৭০

জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম

পরিচালক, ওয়েল ডিজাইনারস লি.
বিজিএমইএ তে ২০১১-১২ ও ২০১৩-১৪ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
বিজিএমইএ তে ২০২১-২০২৩ মেয়াদে সফলতার সাথে প্রথম সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্মিলিত পরিষদের প্যানেল সদস্যগণ

স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট শিল্পায়ন

BGMEA

স্মার্ট শিল্পের টেকসই উন্নয়ন

১ এসএমই শিল্পের টেকসই উন্নয়ন

২ ব্যবসা সহজীকরণ

৩ রাজস্ব সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

৪ শুল্ক/আয়কর/ভ্যাট/নগদ সহায়তা

৫ ব্যাংক ও আর্থিক সেবা খাত সংক্রান্ত

৬ টেকসই শিল্পায়ন সম্বন্ধ অর্থনীতি

৭ বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণ

৮ অংশীদারমূলক বিজিএমইএ গঠন

৯ সবুজ বিপ্লবের সমৃদ্ধি

১০ ভাবমূর্তি উন্নয়ন

১১ মধ্যম শ্রেণির ব্যবস্থাপকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন

১২ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের জন্য প্রণোদনা

১৩ সার্কুলার ইকোনমি

১৪ ইউনিফায়েড কোড অব কন্ডাক্ট

১৫ আরএসসি (RSC) সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

ইশতেহার ১

এসএমই শিল্পের টেকসই উন্নয়ন

বর্তমান বিশ্বে টেকসই শিল্পায়ন শুধু একটি ধারনা নয় বরং ব্যবসার অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। আর শিল্পের প্রধান চালিকাশক্তি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন বিশেষ সহযোগিতা ও এসএমই বান্ধব শিল্পনীতি। এসএমই শিল্পের টেকসই উন্নয়নে আমাদের প্রস্তাবিত উদ্যোগঃ

এসএমই শিল্পের টেকসই উন্নয়নে যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

› ১। সহজলভ্য ঋণ সুবিধার ব্যবস্থাঃ
সরকার প্রণীত বিভিন্ন ফান্ড যেমন রিফাইনান্স স্কিম, গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড, জলবায়ু তহবিল, টেকনলজি আপগ্রেডেশন ফান্ড সহ টেকসই শিল্পায়ন সংক্রান্ত ফান্ড সমূহে নির্দিস্ট পরিমান অংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক তহবিল সমূহ থেকে স্বল্প সুদে, সহজ শর্তে ঋণ এর ব্যবস্থা করা।

› ২। এসএমই শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণঃ
ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের টেকসই উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতার অভাব। এসএমই শিল্পে মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় জোনভিত্তিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। একই সাথে জোন ভিত্তিক অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সিস্টেম গড়ে তোলা হবে।

› ৩। পেমেন্ট গ্যারন্টি স্কিম প্রনয়ণঃ
সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পোশাক শিল্পের জন্য বিশেষ গ্যারান্টি স্কিম এর প্রনয়ণ করা যার মাধ্যমে কারখানা তার প্রাপ্য বুঝে পাবে। ইনস্যুরেন্সের মাধ্যমে অর্ডার এর বিপরীতে ক্রেতার ব্যাংকের সাথে পেমেন্টের নিশ্চয়তা বিধান করবে।

› ৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সবুজায়নঃ
বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সবুজ কারখানা তথাপি আমাদের দেশের ক্ষুদ্র-মাঝারি কারখানাগুলো এই সবুজ বিপ্লবে সামিল হতে পারছে না। ইউএসজিবিসি, বাংলাদেশ সরকারের সংশিস্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্র ও ছোট কারখানার জন্য সার্টিফিকেশন এর ব্যবস্থা করা এবং একই সাথে তাদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।

› ৫। ইএসজিঃ ডিজিটাল ESG (Environment, Social & Governance)
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানার জন্য বিজিএমইএ'র উদ্যোগে ESG (Environment, Social & Governance) রিপোর্ট তৈরির জন্য সহজ ডিজিটাল কাঠামো নির্মান করার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির সাস্টেইনেবিলিটি ও ট্রান্সপারেন্সি উন্নত করা যা আগত দিনে সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করবে এবং ক্রেতাদের কাছে পোশাক শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

ইশতেহার ২

এইচ.এস. কোড সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও ব্যবসা সহজীকরণ

ব্যবসা সহজীকরণে যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

› বর্তমানে প্রচলিত সময়ে বন্ড লাইসেন্সে নিত্য-নতুন পণ্যের এইচ.এস. কোড অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি যুগোপযোগী নয় বিধায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে কথা বলে ইউডি ও রপ্তানি ঋণপত্র/আদেশের চাহিদা মোতাবেক বন্ডের আওতায় পণ্য আমদানি এবং খালাসের বিধান কার্যকর করা।

› আমদানিকৃত পণ্যের (কাপড় ও এক্সেসরিজ) এইচ.এস. কোড বন্ড লাইসেন্সে সংযোজন না থাকলে এবং তা রপ্তানির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় হলে অঙ্গীকারনামার বিপরীতে পণ্য ছাড়করণ করা এবং পরবর্তীতে এইচ.এস.কোড সংযোজনের জন্য ২ মাসের সময় প্রদান করার ব্যবস্হা করা।

› এইচ.এস.কোড সংক্রান্ত জটিলতা/ভুলের কারণে মালামাল খালাসের পরবর্তিতে ভূতাপেক্ষ কোন চালানের বিপরীতে দাবিনামা/জরিমানা না করার বিধানের ব্যবস্থা করা ।

› বন্ড লাইসেন্সে কোন পণ্যের এইচ.এস. কোড সংযোজনের ক্ষেত্রে কাটিং তদারকির শর্তে অনুমোদন প্রদান না করার ব্যবস্হা করা। যদি প্রয়োজনবোধে কাটিং তদারকির শর্তে এইচ.এস.কোড সংযোজন করা হয়, তাহলে একটি চালান কাটিং তদারকি করে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত না হলে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের বিপরীতে কাটিং তদারকির শর্ত প্রত্যাহার করার বিধান কার্যকর করা।

› রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে নতুন তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে প্রায়োরিটি ভিত্তিতে গ্যাস লাইন দেয়ার ব্যবস্থা করার এবং তৈরি পোশাক শিল্পে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করার কার্যকরী উদ্যেগ নেয়া হবে।

ইশতেহার ৩

রাজস্ব সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

জাতীয় রাজস্ব বোড (এন বি আর) সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এন বি আর) সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- ওভেন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত ওভেন কাপড় খালাসের ক্ষেত্রে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে ওজনের পাশাপাশি গজ/মিটারের পরিমান উল্লেখকরণের ব্যবস্থা করা।

- ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদনে কাপড় থেকে পোশাক তৈরিতে অপচয়ের হার নির্ধারনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ এসআরও নং- ১৫৩-আইন/৯৩/১৫২০/শুল্ক তারিখঃ ০৩/০৮/১৯৯৩ অনুসরন করা হচ্ছে। যেখানে ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদনে কাপড় থেকে পোশাক তৈরিতে সর্বনিম্ন ৪.২%, কটনের ক্ষেত্রে ৮.৫% এবং সর্বোচ্চ ১২.৫% অপচয় হার ধার্য করা রয়েছে যা বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ওভেন গামেন্টস উৎপাদনে প্রকৃত অপচয়ের হার পুনঃনির্ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

- সাব-কন্ট্রাক্টের বিপরীতে ভ্যাট হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য বন্ড কমিশনারেট হতে পূর্বানুমোদন নেয়ার শর্ত সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হবে। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সাব-কন্ট্রাক্ট কার্যক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রে অবস্থিত হলে বন্ড কমিশনারেট থেকে পূর্বানুমোদনের মতো সময়সাপেক্ষ বিধানে না গিয়ে বিজিএমইএ'র মাধ্যমে সাব-কন্ট্রাক্ট কার্যক্রমের অনুমোদনের ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

- বন্ড লাইসেন্সধারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা যেমন-প্যাকেজিং, কার্টুন, হ্যাঙ্গার, প্লাস্টিকজাত পণ্য, এক্সেসরিজ ও সুয়েটারের সূতা শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড লাইসেন্সবিহীন প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করার নিমিত্তে পূর্বের ন্যায় ইউপি জারী অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

ইশতেহার ৪

শুল্ক/আয়কর/ভ্যাট/নগদ সহায়তা

শুল্ক/আয়কর/ভ্যাট/নগদ সহায়তা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

শুল্ক/আয়কর/ভ্যাট/নগদ সহায়তায় যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- নন-কটন পণ্যের বৈশ্বিক বাজার এবং আমাদের রপ্তানি সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিয়ে এখাতে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উৎসাহিত করতে এবং প্রতিযোগি সক্ষমতা ধরে রাখতে নন-কটন পোশাক রপ্তানির উপর বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করার উদ্যেগ নেয়া হবে।

- জ্বালানী ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সোলার সিস্টেম স্হাপনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি শুল্ক রেয়াতিহারে আমদানির সুযোগের ব্যবস্থা করার উদ্যেগ নেয়া হবে।

- তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিকারকদের Exporter Retention Quata (ERQ) Fund থেকে ইন্সপেকশন ফি, ল্যাব টেস্ট ফি, প্রশিক্ষণ ফি ও কনসালটেন্সি ফি সহ অন্যান্য ফি পরিশোধ করার সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক উৎসে আয়কর বাবদ ২০% কর কর্তন করা হয়। রপ্তানি বাণিজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে ERQ Fund থেকে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য পরিশোধিত ফি হতে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ২০% হতে হ্রাস করে ১০% করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় বাজার হতে সংগৃহীত পণ্য ও সেবা ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখার উদ্যেগ নেয়া হবে।

- হয়রানিবিহীন ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে বিজিএমইএ, কাস্টমস বন্ড, ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি নিয়মিতভাবে বসে পোশাক শিল্প সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিবেন।

ঈশতেহার ৫

ব্যাংক ও আর্থিক সেবা খাত

ব্যাংক ও আর্থিক সেবা খাত সংক্রান্ত উদ্যোগ

ব্যাংক ও আর্থিক সেবা খাত সংক্রান্ত যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনা এবং ইন্সটলমেন্টের আকার কমিয়ে আনার উদ্যেগ নেয়া হবে।

- রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ডলারের বিশেষ পৃথক রেট ধার্যকরনের ব্যবস্থা করা হবে।

- প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পূর্ণ অর্থায়ন স্কিমের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০০ কোটি টাকা করা এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করার উদ্যেগ নেয়া হবে।

- রপ্তানি সহায়ক তহবিল হতে ঋণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা এবং যৌক্তিক কারণে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত থাকা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কেস টু কেস ভিত্তিতে রপ্তানি সহায়ক তহবিলসহ সকল তহবিল হতে ঋণ সুবিধা বহাল রাখার উদ্যেগ নেয়া হবে।

ঈশতেহার ৬

টেকসই শিল্পায়ন সম্বৃদ্ধ অর্থনীতি

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অপরিহার্য। আর তাই সামগ্রিকভাবে দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা ছাড়া ব্যবসায় দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা চ্যালেঞ্জিং হবে আর তাই আগত দিনে পরিবেশ, সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যাবসায় সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়গুলো ব্যাবসার মূলধারায় সম্পৃক্ত করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও গুড গভার্নেন্স এর মতো বিষয়গুলো আমাদের পণ্যের মূল বাজার বিশেষ করে আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা সহ অন্যান্য দেশ গুলোতে তাদের আইনী কাঠামোতে সন্নিবেশিত হয়েছে ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশন অর্জন করাই যথার্থ হবে না বরং শিল্পের মূল কার্যক্রম, মানব সম্পদ, অপারেশন্স, প্রডাকশন, মার্কেটিং, এডমিন, সাপ্লাই-চেইন ম্যানেজমেন্ট সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে। তাই শিল্পের ক্রমাগত উন্নয়ন এবং বিশ্বায়নের পথ-পরিক্রমায় এগিয়ে যেতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে আমাদের লক্ষ্য ও প্রস্তাবনাঃ

শুল্ক/আয়কর/ভ্যাট/নগদ সহায়তায় যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- বাংলাদেশ বিশ্বের ২য় বৃহৎ পোশাক রপ্তানীকারক দেশ তবুও আমাদের পোশাক শিল্প পন্যের ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়গুলো পিছিয়ে আছে। ক্রমবর্ধমান খরচ বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক বাজারে পোশাকের মূল্য কমে যাবার কারনে এই শিল্পে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে, বিদ্যমান অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য দেশীয় ভাবে ডিজাইন ও প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। গুচ্ছ ভিত্তিতে দেশি-বিদেশি এক্সপার্টদের সমন্বয়ে ডিজাইন স্টুডিও তৈরি করা হবে যা গুচ্ছ ভিত্তিতে অনেকগুলো কারখানাকে সাপোর্ট দিবে।

- বিজিএমইএ'র ইনোভেশন সেন্টার কে উন্নত গবেষণা ও ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এর সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

- লিন ম্যানেজম্যন্ট সিস্টেম, কাইজেন, কানবান, ৫ এস কে সেক্টর ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হবে।

- প্রোডাক্টিভিটি ও ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধিতে সরকারের সংশিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় সেক্টর ব্যাপি সচেতনতা ও প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

- শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার ও দাতা সংস্থার সহায়তায় সেক্টরব্যাপী সচেতনতা তৈরী করা হবে।

- সরকারের সংশিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সাথে কথা বলে সেন্ট্রাল ফান্ড এর টাকা শ্রমিকদের দীর্ঘ মেয়াদী কল্যানে ব্যয় করা হবে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল নির্মানের জন্য সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোগ নেয়া হবে।

- সরকারের খাদ্য মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মূল্যের জোন ভিত্তিক স্থাপনা করা হবে যা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন গুলোতে নির্মাণ করা হবে।

- সেক্টরব্যাপী শ্রমিকের স্কিল কম্পিটেন্সি গ্যাপ নিয়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দীর্ঘ-মেয়াদে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের রোড ম্যাপ প্রনয়ন করা হবে।

- HREDD (Human Rights & Environmental Due Diligence) বিষয়ে সেক্টরব্যাপী প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করা ও সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও আইনী পরিকাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ইশতেহার ৭

পণ্য ও বাজার বহুমূখীকরণ

পণ্য ও বাজার সংক্রান্ত উদ্যোগ

বাজার ও পণ্য বহুমূখীকরণে যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- নতুন বাজারে পোশাক রপ্তানির জন্য প্রণোদনা চার শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশে উন্নীত করা ।

- এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ পাশ্চাত্য সকল দেশে পোশাকের শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা অব্যাহত রাখতে অ্যাপারেল ডিপ্লোম্যাসি সহ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

- দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা সহ সম্ভাবনাময় নতুন বাজার গুলোতে রোড শো আয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ মেলাগুলোতে বিজিএমইএ সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- সদস্যদের বৈচিত্র্যময় ও উচ্চ-মূল্যের পোশাক রপ্তানী করতে বিজিএমই এর পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান এবং সরকারের পক্ষ থেকে নীতি সহায়তার ব্যবস্থা করা।

- বিজিএমইএ সদস্যদের অনলাইনে পোশাক বিক্রির দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাজন, আলিবাবা, জালান্দ সহ বিশ্বের জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সাথে বিজিএমইএ এর চুক্তি সম্পাদন করা।

স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট শিল্পায়ন

ইশতেহার ৮

অংশীদারমূলক বিজিএমইএ গঠন

অংশীদারমূলক বিজিএমইএ গঠন সংক্রান্ত উদ্যোগ

অংশীদারমূলক বিজিএমইএ গঠন যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- সদস্যদের জন্য বিজিএমইএতে বিশেষ হট লাইন স্থাপন করা হবে। হট লাইনে ফোন করে পোশাক মালিকগণ যেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজিএমইএ পরিচালকদের সাথে তৎক্ষণাৎ কথা বলতে পারেন তার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- বিজিএমইএ'র ইনোভেশন সেন্টারকে কাজে লাগিয়ে পোশাক শিল্পের নিত্য নতুন উদ্ভাবনসমূহ সদস্য কারখানাগুলোকে জানানো হবে।

- বিজিএমইএ'র ইনভেশন সেন্টার এর মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ডিজাইনারদের সমন্বয়ে একটি পুল গঠন করে সদস্য কারখানাগুলোর ডিজাইন এবং আরএনডিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইশতেহার ৯

সবুজ বিপ্লবের সমৃদ্ধি

সবুজ বিপ্লবের সমৃদ্ধি সংক্রান্ত উদ্যোগ

সবুজ বিপ্লবের সমৃদ্ধ করনে যে সকল উদ্যোগের
পরিকল্পনা করা হয়েছে

- পোশাক শিল্পে সার্কুলারিটি প্রমোশনের নিমিত্তে সরকারের সাথে মিলে সার্কুলার ফ্যাশন গাইডলাইন তৈরি করা হবে।
- সরকারের পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জলবায়ু তহবিল থেকে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের সবুজায়নের জন্য নগদ সহায়তা প্রনয়ন।
- জোন ভিত্তিক সরটিং সেন্টার নির্মানের মাধ্যমে রিসাইক্লিং তথা সার্কুলার ইকোনমি বাস্তবায়ন করা হবে।
- সার্টিফায়েড গ্রীন কারখানার জন্য পরিবেশ আইনের আলাদা ধারা প্রনয়ন ও আইনগত বিশেষ সুবিধা/ছাড় প্রদানের ব্যাবস্থা করা।
- গুচ্ছ ভিত্তিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে সরকারের খাস জমিতে সোলার পার্ক তৈরী করা হবে যা পোশাক শিল্পের নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

ইশতেহার ১০

পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নয়ন

পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নয়নে উদ্যোগ

ভাবমূর্তি উন্নয়নে যে সকল উদ্যোগের
পরিকল্পনা করা হয়েছে

- পোশাক শিল্পের ইতিবাচক গল্পগুলো বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সারদের ব্যবহার করা হবে।
- আমাদের বড় বাজার এবং নতুন বাজার দেশগুলোর জনপ্রিয় মিডিয়াতে পিআর ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে।
- বিজিএমইএ এর প্রকাশনা “অ্যাপারেল স্টোরি” কে বানিজ্যিক ভাবে দেশীয় বাজারে প্রচলিত করা এবং ডিজিটালি পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে সার্কুলেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ইশতেহার ১১

মধ্যম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন

মধ্যম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগ

মধ্যম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারনাকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও ইউ,জি,সি সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন।

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পের মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের স্কিল গ্যাপ নির্ণয়ের মাধ্যমে বছর ব্যাপী প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- শিল্পখাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষকদের যুক্ত করে একটি ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমি প্ল্যাটফর্ম তৈরী করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে একটি শক্ত যোগাযোগ স্থাপন করা।

- দক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্মী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে সমন্বয় ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্প কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা

ইশতেহার ১২

ব্যকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের জন্য প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা

ব্যকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের জন্য প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা সংক্রান্ত উদ্যোগ

স্বল্পন্নোত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হবার কারনে ভবিষ্যতে ব্যকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পে বিনিয়োগ ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ন। ব্যকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের জন্য প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা সংক্রান্ত যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- ম্যানমেইড ফাইবার, রিসাইক্লিং ফাইবার, কোটিং সহ অন্যান্য হাই-এন্ড পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের প্রসারে নগদ প্রনোদনা, দীর্ঘ মেয়াদে কর অবকাশ সহ অন্যান্য সুবিধা প্রনয়ন নিশ্চিত করা।

- ক্যপিটাল মেশিনারি আমদানিতে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদে বিশেষ ইডিএফ প্রদান।

- কাঁচামাল আমদানিতে বিশেষ প্রনোদনা ও লোন সুবিধা প্রনয়ন।

ইশতেহার ১৩

সার্কুলার ইকোনমি

সার্কুলার ইকোনমি সংক্রান্ত উদ্যোগ

সার্কুলার ইকোনমি সংক্রান্ত যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- প্রি-কনসিউমার ওয়েস্ট/ঝুট সংগ্রহ, পরিবহন, রিসাইক্লিং, ডিসপোজাল সহ পুরো বিষয়টিকে একটি স্বচ্ছ ও পুর্নাংগ নীতিমালা, আইনের পরিকাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

- পোশাক শিল্পে সার্কুলারিটি প্রমোশনের নিমিত্তে সরকারের সাথে মিলে সার্কুলার ফ্যাশন গাইডলাইন তৈরি করা হবে।

- রি-সাইক্লিং উদ্বুদ্ধকরনে ও সরকারের সহায়তায় রিসাইকেলার, স্পিনার এবং পোশাক রপ্তানীকারকদের জন্য যুগোপযোগী প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা বাস্তবায়ন করা হবে।

- ক্রেতাদের ব্যবহৃত (post-consumer) পণ্য রিসাইক্লিং এর জন্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হবে।

- পুনঃচক্রায়ন অর্থনীতি বাস্তবায়নে বিজিএমইএ সরকার, এনবিআর, অর্থ-মন্ত্রনালয়, সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের সমন্বয়ে একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট শিল্পায়ন

ইশতেহার ১৪

ইউনিফায়েড কোড অব কন্ডাক্ট

ইউনিফায়েড কোড অব কন্ডাক্ট সংক্রান্ত উদ্যোগ

ইউনিফায়েড কোড অব কন্ডাক্ট সংক্রান্ত যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- কারখানার পালনীয় সকল কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমকে সোশ্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, লেবার ও সেফটি বিষয়ক কমপ্লায়েন্স মানদন্ডগুলোকে আলাদা গুচ্ছ করে ইউনিফায়েড করার মধ্যমে একই বিষয়ে বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স/সার্টিফিকেশন সিস্টেম এর সমন্বয় সাধন করা।

- সরকার, ক্রেতা গোষ্ঠী, আইএলও, ওইসিডি, ইউএন সহ সকল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ন অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি ইউনিফায়েড কোড অব কন্ডাক্ট বাস্তবায়ন করা হবে।

ইশতেহার ১৫

আরএসসি (RSC) সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

আরএসসি (RSC) সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত উদ্যোগ

আরএসসি (RSC) সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে যে সকল উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে

- ফলোআপ ভিজিটের দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে নিয়মতান্ত্রিক করা।
- ডিজাইন এপ্রুভালের সময় কমিয়ে আনা।
- কারখানা ও জোন ভিত্তিক অডিটরদের মধ্যে ফলোআপ ও কারেক্টিভ একশন প্ল্যান প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সমন্বয় সাধন করা।
- কারখানার সাথে হয়রানিমূলক আচরন বন্ধ করা।
- আরএসসি এর কর্মকান্ড স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

বিজিএমইএ নির্বাচন ২০২৪-২৬